হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ১৩৩৮৯/২০১৯

আবুল হায়াত

---- অভিযোগকারী-আপীলকারী।

-বনাম-

মোঃ খায়রুল ইসলাম ও অন্য

---- প্রতিপক্ষদ্বয়

এ্যাডভোকেট একরামুল হক সংগে

এ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন

---- অভিযোগকারী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান

---- ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ২৫.০৭.২৩, ০৬.০৮.২৩

এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৬.১০.২০২৩,

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং-১৪২২০/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.১০.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশে অভিযুক্ত মোঃ খায়রুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগে প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণ করতে না পারায় তাকে উক্ত ধারার অভিযোগের দায় হতে খালাস প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট একরামুল হক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ হাসিবুর রহিমান ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল দরখাস্ত এবং নথি পর্যালোচনা করা হল। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট একরামুল হক এবং ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অভিযোগকারীর অভিযোগের দরখাস্ত মোতাবেক অভিযোগকারী এবং আসামী পূর্ব পরিচিত হওয়ায় অভিযোগকারীর নিকট হতে আসামী ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা ধার গ্রহণ করে। উক্ত ঋণের টাকা পরিশোধের নিমিত্তে আসামী বিগত ইংরেজী ০৬.০৫.২০১৫ তারিখে ওয়ান ব্যাংক লিঃ এর চেক নং-০১৮৫১৬১৭৫২০০৪ অভিযোগকারীকে প্রদান করেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অভিযোগকারী আবুল হায়াত কর্তৃক পি, ডব্লিউ-১ হিসেবে প্রদত্ত সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

আবুল হায়াত

পি, ডব্লিউ-১

আমি বাদী। আসামী খাইরুল ইসলাম। ***আসামী আমার নিকট হতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য গত ০৬.০৫.২০১৫ ইং তারিখ ওয়ান ব্যাংকের ১২ লক্ষ টাকার একটি চেক দেয়।*** *উহা নগদায়নের জন্য জমা দেয়া হলে গত ০৬.০৭.২০১৫ ইং তারিখ Account Closed মন্তব্য সহকারে ফেরৎ আসে। উক্ত বিষয়ে আসামীকে গত ২৯.০৭.২০১৫ ইং তারিখ লিগ্যাল নোটিশ দেই। এরপরও আসামী টাকা না দেয়ায় আমি বাদী হয়ে এই মামলা করি।*

এই সেই আমার নাঃ দরখাস্ত এতে প্রতি পাতায় এই স্বাক্ষর আমার। প্রদর্শনী-১ সিরিজ, এই সেই আসামী কর্তৃক প্রদত্ত ১২ লক্ষ টাকার চেক প্রদর্শনী-২। এই সেই ০৬.০৭.২০১৫ ইং তারিখের ডিজঅনার স্লিপ। প্রদর্শনী-৩। এই সেই আসামীকে প্রদত্ত লিগ্যাল নোটিশের কপি, ডাক রশিদ, এডি প্রভৃতি। প্রদর্শনী-৪ সিরিজ। আসামী ডকে হাজির নেই।

XX- আসামী পলাতক।

স্বা/- রুহুল আমীন
২৯.০৮.২০১৬
অতিরিক্ত মহানগর দায়রাজজ,
১ম আদালত, ঢাকা।

XX (On recall)

আসামী ও আমি একই কোম্পানীর চাকুরী করার সুবাদে তার সাথে পরিচয়। ***তার সাথে আমার কোন ব্যবসা নেই। আসামীকে ০২.০৯.২০১৫ ইং তারিখ ধার হিসেবে টাকা দেই।*** *উহা আমার নিকট ছিল। ব্যাংক হতে উঠিয়ে দেই নি। ২০০৬ সাল হতে কোম্পানীতে চাকুরী করি। ১৫ হাজার টাকা মূল বেতনে চাকুরী শুরু করি। এখন ৩৫*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাজার টাকা পাই। আমি ভাড়া বাসায় থাকি। ১২ হাজার টাকা বাসা ভাড়া দেই।

আসামীর সাথে কোম্পানীর লেনদেন ছিল। আসামী ২০১১ সালে কোম্পানীর বিরুদ্ধে সি, আর ১১৪৭/১১ নং মামলা করেছিল। উহা খারিজ হয়ে গিয়াছে। উক্ত মামলায় আমি আসামী ছিলাম। উক্ত মামলায় খালাস আদেশ হয়েছে। খালাস আদেশের তারিখ মনে নেই।

২০১০ সালে আসামীর ২৪ টি চেক হারিয়ে যায় কিনা জানা নেই। উক্ত চেক উদ্ধারের জন্য আসামী ৯৮ ধারায় কোন মামলা করেছিল কিনা জানা নেই।

সত্য নয়, আসামীর হারিয়ে যাওয়া একটি চেক হলো নালিশী চেক। এম ডি সাহেব আসামীর বিরুদ্ধে চেকের মামলা করেছে বলে শুনেছি।

আসামী চেকটি লিখিত অবস্থায় আমাকে দিয়েছে। সত্য নয় আসামী নাঃ চেকে টাকার অংক, বাহকের নাম বা তারিখ লিখে নি। সত্য নয়, আমি ও এম, ডি দুজন মিলে টাকার অংক ও বাহকের নাম লিখে মিথ্যা মামলা করেছি।

স্বা/- রুহুল আমীন
২৯.০৮.২০১৬
অতিরিক্ত মহানগর দায়রাজজ,
১ম আদালত, ঢাকা।

The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ৪৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"***43. Negotiable instrument made, etc., without consideration-*** *A negotiable instrument made, drawn, accepted, indorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. But if any such party has transferred the instrument with or without indorsement to a holder for consideration, such holder, and every subsequent holder deriving title from him, may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration or any prior party thereto.*

Exception I- No party for whose

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

accommodation a negotiable instrument has been made, drawn, accepted or indorsed can, if he have paid the amount thereof, recover thereon such amount from any person who became a party to such instrument for his accommodation.

Exception II- No party to the instrument who has induced any other party to make, draw, accept, indorse or transfer the same to him for a consideration which he has failed to pay or perform in full shall recover thereon an amount exceeding the value of the consideration (if any) which he has actually paid or performed. ”

*উপরিল্লিখিত ধারা ৪৩ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, পণ তথা বিনিময় (**consideration**) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (**endorsement**) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা। তথা এরূপ চেক দিয়ে **The Negotiable Instrument Act, 1881** এর ১৩৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করা যায়না।*

*গুরুত্বপূর্ণ বিধায় **The Negotiable Instrument Act, 1881** ধারা ১১৮ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ*

“118. Presumptions as to negotiable instruments of consideration- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:

(a) That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.

as to date;

(b) that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;

as to time of acceptance;

(c) That every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		maturity; ***as to time of transfer;*** ***(d) that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;*** ***as to order of indorsement;*** ***(e) that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;*** ***as to stamp;*** ***(f) that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;*** ***(g) that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of providing that the holder is a holder in due course lies upon him. ”*** *“১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক;।-* *ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-* *(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;* *(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উলি- খিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;* *(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উলি- খিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;* *(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;* *(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;* *(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;* *(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হইবে,*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।"

উপরিল্লিখিত ধারা সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক, পণের (consideration) বিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট। The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১১৮ মোতাবেক পণের প্রতিদানের বিনিময় ছাড়া (without consideration) কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক আইনের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক হিসেবে গণ্য হবে না।

এককথায় কোন চেক, চেক প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হলেও সেই চেকটি চেক হিসেবে গণ্য করা হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না সেই চেকটি প্রদানের বিনিময়ে চেক প্রদানকারী পণ বা বিনিময় বা প্রতিদান হিসেবে কোন কিছু প্রাপ্ত না হন।

মোহাম্মদ আলী বনাম রাষ্ট্র এবং অন্য [(2022) 26 ALR (HCD) 209] মোকদ্দমায় অত্র বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

"প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় প্রস্তুত বা আদিষ্ট। "

অভিযোগকারী তার অভিযোগের দরখাস্তে এবং পি, ডব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামী টাকা ধার নেয়। ধারের টাকা পরিশোধের জন্য তর্কিত চেকটি প্রদান করেন।

ধারের টাকার বিনিময়ে গৃহীত চেক পণ (consideration) নয়। ধারা ৪৩ মোতাবেক পণ (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা।

বর্তমান মোকদ্দমায় আসামী কোন পণের বিনিময়ে চেকটি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন নাই। ফলে পণ বা বিনিময় ছাড়া চেকটি প্রদত্ত হওয়ায় এটি আইনত "চেক" তথা "বিনিময়যোগ্য দলিল" নয়। আপীলটি না-মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হল।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং-১৪২২০/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.১০.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ